وَالْبَادِئُ اَظْلَم

Initiator is the Aggressor!

জুলুমের সূচনাকারীই বড় জালেম!

জুলুমের সূচনাকারীই বড় জালেম!

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

জুলুমের সূচনাকারীই বড় জালেম!

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে প্রতিবছর হিন্দুরা ৫ দিন ব্যাপী 'দুর্গা পূজা'র উৎসব পালন করে থাকে। এবছর কুমিল্লা জেলায় পূজা চলাকালীন সময়ে মূর্তির পায়ের উপর পবিত্র কোরআন রাখা হয়। কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে গোটা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফুঁসে উঠে। বাংলাদেশ সরকার আন্দোলনকারীর উপর চরাও হয়। এর ফলে কমপক্ষে ৭ জন মুসলিম শহীদ হয় ও ১২ জনেরও বেশি আহত হয়। এছাড়া অসংখ্য আন্দোলনকারীকে পুলিশ আটক করে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে চিহ্নিত একটা শ্রেণী দুর্গা পূজার প্যান্ডেলে হামলা করে মূর্তির ক্ষতি করেছে বলে জানা যায়।

ভারত

বাংলাদেশের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে, ভারতের ত্রিপুরায় হিন্দুরা সহিংস বিক্ষোভ শুরু করে। হিন্দু সন্ত্রাসীরা ১৫টির বেশি মসজিদে ভাংচুর চালায়। এছাড়া মুসলিমদের ১২ টিরও বেশি বাড়িঘর ও সম্পত্তির উপর আক্রমণ চালিয়ে সেগুলো নষ্ট করে। বেশ কিছু মসজিদকে পবিত্র কোরআনের অনেকগুলো কপিসহ সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ভারতীয় পুলিশ ঐ দাঙ্গাবাজদেরকে শুধু সাহায্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং নিজেরাও এই অপকর্মে প্রত্যক্ষভাবে শরিক ছিল। অপরদিকে ত্রিপুরা পুলিশ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এসব ঘটনাকে নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করেছে।

বাংলাদেশের দাঙ্গার সূচনা দাঙ্গাবাজ হিন্দুরাই করেছিল, আর ভারতে শুরু হয়েছিল গেরুয়া হিন্দু সন্ত্রাসীদের দ্বারা।

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি যে, জালিম সে-ই যে প্রথমে সূচনা করে!

মাওলানা আসেম উমর সাম্ভালী এর বক্তব্য-

আফসোসের বিষয় হল এই যে, ব্রাহ্মণদের গোলামরা তাদের এই চিরস্থায়ী 'ইসলাম বিদ্বেষ'কে কিছু হিন্দু গ্রুপের কাজ বলে পাশ কাটিয়ে যায়। তারা এটাকে নিছক কিছু সাম্প্রদায়িক দলের কর্মকাণ্ড বলে উল্লেখ করে। ভারত সকল দোষ এসকল গ্রুপের উপর দিয়ে নিজেকে 'নিরপরাধ' ও আদর্শ 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে দেখাতে চায়।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনাদেরকে বাস্তবিকভাবে এই প্রতারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে! আপনার যতদিন ব্রাহ্মণদের এই প্রতারণার মধ্যে ডুবে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনাদের সাথে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে যা গত ৭০ বছর ধরে ঘটে আসছে।

যদি আমরা ধরে নেই যে, এপর্যন্ত শত শত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিমদের গণহত্যায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জড়িত নয়, বরং এগুলো শুধুমাত্র কিছু সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংগঠনের কাজ, তাহলে ভারত নিজেকে সবচেয়ে বেশি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে যে দাবি জানায়, সেটি একটি চরম মিথ্যা কথা।

যে রাষ্ট্র তার নিজ দেশে মুসলিমদের ধর্মীয় ইবাদতখানা, জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করতে পারে না; বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক উগ্র হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেই রাষ্ট্র বানানা রিপাবলিকের (কলা প্রজাতন্ত্র বা ব্যর্থ রাষ্ট্র) চেয়ে বেশি কিছু নয়। এর কোন সংবিধান বা আইন নেই, আছে কেবল কিছু জংলী নিয়ম। সেখানে জোর যার মুল্লুক তার।

সুতরাং হে ভারতের মুসলিমগণ!

হিন্দুস্তান আমাদের!

কিন্তু "ভারত"...

ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু!

হিন্দুত্ববাদের প্রচারক!

গেরুয়া সন্ত্রাসী!

একটি অত্যাচারী ও জালিম রাষ্ট্র!

এটা মুসলিমদের জন্য ‘দারুল আমান’ নয় বরং ‘দারুল হারব’

জেগে উঠুন!

আপনাদের ধর্মীয় প্রতীকগুলো রক্ষা করার জন্য!

আপনাদের মসজিদগুলোকে রক্ষার জন্য!

আপনাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য!

জেগে উঠুন ও নিজেকে প্রস্তুত করুন!

১. হিন্দু উগ্রবাদীদের প্রতিহত করার জন্য নিজেরা সংঘবদ্ধ হন!

২. নিজ এলাকার আশপাশের যুবকদেরকে সংগঠিত করুন!

৩. আগামীতে আক্রমণ হলে কীভাবে প্রতিহত করবেন, তার পরিকল্পনা করুন!

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য - কাশ্মীর জিহাদে যোগ দিন! এই ময়দানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন!

অন্যায়ের জবাব অন্যায় দিয়েই দিতে হয়, আর যে অন্যায়ের সূচনা করে সেই হচ্ছে জালেম! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“অর্থঃ কাজেই যে কেউ তোমাদের উপরে আক্রমণ চালায়, তোমরাও তবে তাদের উপরে আঘাত হানবে সেই ভাবে যেমনটা তারা তোমাদের উপরে আঘাত করেছিল।

আর আল্লাহ্‌কে ভয়-শ্রদ্ধা করবে, আর জেনে রেখো নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের সাথে আছেন।” (সূরা বাকারা ২:১৯৪)

আস সাহাব মিডিয়া

২০২১ ইংরেজি, ১৪৪৩ হিজরি